Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহসপতিবার the ২৯ day of ফেব্রুয়ারী**, ২০২৪**

Other Suit No. ৮৭ / ২০২১

জাহাঙ্গীর আলম গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোঃ ওসমান গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final

hearing on ২৩/০৭/১৮ খ্রিঃ, ৮/১০/১৮ খ্রিঃ, ১৪/০৩/১৯ খ্রিঃ, ০৯/০৩/২০ খ্রিঃ, ১৩/০৯/২০ খ্রিঃ, ১১/০৪/২২ খ্রিঃ, ১০/০৮/২২ খ্রিঃ, ৬/১১/২২ খ্রিঃ, ১৩/৪/২৩ খ্রিঃ, ৫/৭/২৩ খ্রিঃ ও ১৪/০৯/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব এ. কে. এম. শাহাজাহান Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (মুহিন) Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্থে দখল স্থিরতর এর প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) **বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

নালিশী তপসিলোক্ত ভূমি বাদীগণের পূর্ববর্তী গোল হরমুজ প্রকাশ গোল ফরজ ও তৎ ভগ্নি পুত্র খাইরুল্লা এর স্বত্বীয় ও দখলীয় জমি ছিল। তৎ মর্মে আর. এস. ৪৬৬ খতিয়ান চুড়ান্ত আছে। খাইরুল্লা ও গোল ফরাজ ১৭/০৩/৬৯ ইং তারিখের ১৫৪৮ নং দলিল মুলে তফসিলে বর্ণিত ২৮ শতক জমি মূল বিবাদীগণের পূর্ববর্তী বাদশা মিয়ার নিকট বন্ধক প্রদান করেন। বাদশা মিয়া উক্ত তারিখে বাদীগণের পূর্ববর্তীর বরাবরে

একটি ফেরত চুক্তিনামা দেয়। শর্ত থাকে যে, সাত বৎসরের মধ্যে ৩ বৎসর ভোগ দখল করার পর পনের টাকা আদায় করিলে জমি ফেরত প্রদান করা হইবে। তাহা খায় খালাসী বন্ধক হিসাবে গন্য। মুল বিবাদীগণের পিতা জমি ফেরৎ না দেওয়ায় বাদীগণের পূর্ববর্তীগণ মূল বিবাদীর পিতার বিরুদ্ধে বন্ধক উদ্ধারের দাবীতে পটিয়া ১ম মুনসেফী আদালতে অপর ৩৮২/৮৩ ইং নম্বরে মামলা করিলে বাদশা মিয়া বর্ণনা দিয়া কনটেষ্ট করিতে থাকাবস্থায় মৃত্যু হইলে মুল বাদীগণ তৎ স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালিয়ে যান। চালাইয়া যায়। তৎপর দোতরফা সূত্রে বাদীগণের পূর্ববর্তীগণ ২১/০৯/৮৬ ইং তারিখে বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। উক্ত রায়ে মুল বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দখল ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়। মুল বিবাদীগণ উক্ত রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে অপর আপীল ৫৮/৮৭ দায়ের করিলে তাহা পটিয়া সাব জজ আদালতে স্থানান্তরিত হইয়া শুনানীক্রমে দোতরফা সূত্রে ২৮/০৬/৯৯ ইং তারিখে আপীল খারিজ ক্রমে নিম্ম আদালতের রায় ডিক্রী বহাল রাখেন। মুল বিবাদীগণ তৎ বিরুদ্ধে কোন উচ্চ আদালতে প্রতিকার দাবী না করিয়া নালিশী জমির দখল বাদীগণের বরাবরে ছাড়িয়া দেয়।

২) গোল ফরাজ মরণে ভগ্নি পুত্র খাইরুল্লা ওয়ারিশ থাকে। খাইরুল্লা মরনে বাদীগণ ও ২৬/২৭ নং বিবাদীগণ পুত্র কন্যা ওয়ারিশ হয়। বাদীগণ পিতার মৃত্যুর পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় মুল বিবাদীগণ হইতে জারী পরিচালনের মাধ্যমে ফেরত দলিল গ্রহণ করিতে না পারিলে ও মুল বিবাদীগণ দখল ছাড়িয়া দেওয়ায় বাদীগণ নালিশী জমিতে বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রীর অনুবলে দখলকার থাকেন। ২৬/২৭ নং মুল বিবাদীগণ বাদীগণের আপন ভ্রাতা ভগ্নি হয়। তাহার তাহাদের স্বত্ব আপোষে বাদীগণকে ছাড়িয়া দেয়। ফলে বাদীগণ ১(ক) তফসীলের জমিতে দখলে থাকেন। বাদীগণের অজ্ঞতার কারনে ও উপযুক্ত পরামর্শের কারনে জারী না চালানো হেতু মুল বিবাদীগণ নালিশী জমির দলিল দিবে দিবে মর্মে বাদীগণকে আশ্বাস দিয়া সময় ক্ষেপন করিতে থাকে। মুল বিবাদীগণ গত ০১/০৪/০৯ ইং তারিখে নালিশী জমির দলিল দিতে অস্বীকার করে এবং নালিশী জমিতে বাদীগণের স্বত্ব অস্বীকার করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীগণ স্বত্ব সাব্যস্থে দখল স্থিরতরের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেন।

৩) **অন্যদিকে ১-৪ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

নালিশী সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পত্তিতে মালিক ছিল মোঃ নছিম ও অন্যান্যগণ। তৎ প্রমাণে তাদের নামে আর. এস. জরীপ প্রচারিত আছে। আর এস মালিক মোঃ হাসিম, মোঃ শরীফ, আমিন শরীফ, সুলতান শরীফ, হামিদ শরীফ সকলেই নিঃসন্তান মরনে তাহাদের স্বত্ব সহোদর ভ্রাতা মোঃ নছিম প্রাপ্ত হয়। মোঃ নছিম মরনে পুত্র জানে আলম মালিক হয় এবং তার নামে বি. এস. জরীপ প্রচারিত হয়। উক্ত জানে আলম ১ স্ত্রী ৫ পুত্র ৩ কন্যা যথাক্রমে স্ত্রী ছলেমা খাতুন, পুত্র মোঃ ইউনুছ, জাফর আহমদ, সোনা মিয়া, মোঃ মুছা, মোঃ মান্নান কন্যা বলকিছ খাতুন, রশিদা খাতুন ও আমেনা খাতুনকে ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। উক্ত সলেমা খাতুন খাতুন গং তাদের স্বত্বীয় নালিশী ১৯ শতক বা ৯।। কড়া সম্পত্তি ২১/০৫/২০০৮ ইং তারিখের ৩৫২১ নং কবলা মুলে ৩নং বিবাদীসহ রফিকুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, শওকতুল ইসলাম

এর নিকট হস্তান্তর করেন। অপর মালিক ছফুরা খাতুন, রায়তী সুত্রে ও তৎ পুত্র আবদুল ছবুর, কন্যা নছরা খাতুন তাদের পৈর্তৃক ১৬/৯/৪৪ ইং তারিখের ৫৩৩৭ নং কবলা মুলে মৌরশী সুত্রে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ১৭ শতক ভূমি বিগত ১০/৩/১৯৭৫ ইং তারিখের ২১০৯ নং কবলা মুলে বাদশা মিয়ার নিকট বিক্রী করে দখলে দেন। বাদশা মিয়া পরলোক গমনে ৪ পুত্র ১-৪ নং বিবাদী ও স্ত্রী মোসলেম খাতুন পায়। প্রায়ই ১১ বৎসর পূর্বে মোসলেম খাতুন মারা যান। বাদীগণ মৃত মোসলেম খাতুনকে ৫ নং বিবাদী শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছে। ১-৪ নং বিবাদী বাদশা মিয়ার খরিদা নালিশী দাগের ১৩ শতক ভূমি জনৈক রহিমা খাতুন এর নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রী বাদ অবশিষ্ট ০৪ শতক ভূমিতে ১-৪ নং বিবাদী স্বত্ববান দখলকার থাকে। উক্ত মতে তফসীলোক্ত নালিশী ভূমিতে ৩নং বিবাদী ও রফিকুল ইসলাম গং ১৯ শতক ও ১-৪ নং বিবাদী ৪ শতক মোট ২৩ ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার আছে। বিবাদীগণ তথায় বসতগৃহ নির্মান করিয়া বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। নালিশী ভূমিতে বাদীগণ বা অন্য কাহারো কোন প্রকার স্বত্ব দখল নেই।

৪) বাদীর কথিত মতে গোলহরমুজ এর প্রকাশ নাম গোল ফরাজ নহে। আর. এস. রেকর্ডি গোলহরমুজ এর স্বামীর নাম আলী আহমদ হয়। গোলফরাজ খাতুন আর. এস. রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইর উল্লার ভগ্নি হন। গোলফরাজ খাতুন এর ১ম স্বামীর নাম আহমদ আলী। ১ম স্বামী আহামদ আলী মারা গেলে গোলফরাজ খাতুন নজির আহামদ কে বিয়ে করেন। এ বিষয়টি ১৭/৩/৬৯ তারিখের ১৫৪৮ নং দলিল দ্বারা প্রমানিত। গোল হরমুজ ১৫৪৮ নং দলিলের দাতা নহে। গোলফরাজ খাতুন নালিশী তফশীলের ভূমিতে স্বত্বাধিকারী নহে। সুতরাং ১৯৬৯ সনের ১৫৪৮ নং দলিল মূলে ১-৪ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী বাদশা মিয়ার নিকট কোন স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় নাই। আর. এস. রেকর্ডি গোল হরমুজ পরলোক গমনে তৎ স্বত্ব ভ্রাতা হাফেজ আহামদের পুত্র কন্যা নুরুল আলম, নুরুল ইসলাম, আমেনা খাতুন, আছিয়া খাতুন, হাজেরা খাতুন পায়। তাহাদের স্বত্বাংশ খরিদ সুত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বত্ববান দখলকার আছে। বাদীর কথিত মতে গোলহরমুজ মরনে ভগ্নি পুত্র খাইরুল্লা পাওয়ার উক্তি সত্য নহে কেননা খাইরুল্লা উক্ত গোলহরমুজের ভগ্নি পুত্র নহে। বাদীগণের পূর্ববর্তী কর্তৃক ১৫৪৮ নং দলিল বিবাদীগণের পূর্ববর্তী সহজ সরল বাদশা মিয়ার নিকট হস্তান্তর করিয়া অপর ৩৮২/৮৩ ইং মামলায় ডিক্রী লাভ করিলেও সেই সময়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করিতে না পারায় বাদীগণের পূর্ববর্তীর প্রাপ্ত ডিক্রী আইনের দৃষ্টিতে অকার্য্যকর ডিক্রী হয়।

৫) অত্র বিবাদীর অতিরিক্ত বর্ননার বক্তব্য হলো, নালিশী ভূমি সম্পর্কিত ৪৬৬ নং খতিয়ানের আলী মিয়ার কন্যা আর. এস. রেকর্ডি গোল হরমুজ স্বামী আহমদ খা √(দুই) আনা, আলী মিয়ার স্ত্রী সাইরা খাতুন (১০ গন্ডা ও আলী মিয়ার পুত্র হাফিজ আলী মিয়ার পুত্র হাফিজ আহমদ √(দুই) আনা এবং আর. এস. রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইরুল্লা পিং- শরফত আলী /(৬।।// কন্ট স্বত্বাংশ লিপি রহিয়াছে। স্বীকৃত মতে আর. এস রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইরুল্লা ও তৎ ভগ্নি গোলফরাস খাতুন স্বামী আহমদ আলী বিগত ১৭/৩/১৯৬৯ ইং সনে ১৫৪৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মুলে ২৮ শতক ভূমি এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর বাদশা মিয়ার বরাবরে বিক্রি করেন এবং উক্ত বিক্রিত কবলার বিপরীতে বাদশা মিয়া একখানা

রেজিঃযুক্ত এগ্রিমেন্ট প্রদান করেন এবং উক্ত এগ্রিমেন্ট এর শর্ত মতে বর্ণিত ২৮ শতক ভূমি বাদশা মিয়া ফেরত প্রদান না করায় তৎ বিরুদ্ধে উক্ত খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইরুল্লা বাদী হইয়া অপর ৩৮২/১৯৮৩ নম্বর মোকদ্দমা আনয়ন করিলে উক্ত মোকদ্দমা ২১/৯/১৯৮৬ ইং তারিখে ডিক্রি হইলে উক্ত ডিক্রীর মর্ম মতে উক্ত মোকদ্দমার বাদীকে উক্ত মোকদ্দমার ১(ক)-১(ঙ) নং বিবাদীগণের নিকট হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কবলা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করিলে উক্ত মোকদ্দমার বাদী ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এমনকি ১০ বছর অতিক্রান্ত হইলেও উক্ত মোকদ্দমা ১(ক)-১(ঙ) নং বিবাদীগণ হইতে কবলা গ্রহণ করেন নাই। কেননা আর. এস. রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইরুল্লা নালিশী আর. এস. ৪৬৬ নং খতিয়ানে তৎ /৬।।// কন্ট হিস্যাংশে নালিশী আর. এস. ৯৯৬ দাগে ১১১ শতক ভূমির মধ্যে ৯.৪৫ শতক ভূমি প্রাপক হন। যাহা ১৫৪৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে হস্তান্তরিত হয়।

৬) আর. এস. রেকর্ডি সায়রা খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র কন্যা আর. এস. রেকর্ডি হাফিজ আহমদ ও গোলহরমুজ প্রাপ্ত হয়। উক্ত গোলহরমুজ পুত্র কন্যা বিহীন মরনে ভ্রাতা হাফিজ আহমদ তাহার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে হাফিজ আহমদ এর মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব তৎ ২ পুত্র ৩ কন্যা যথাক্রমে নুরুল ইসলাম, নুরুল আলম, আমেনা খাতুন, আছিয়া খাতুন ও হাজেরা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত নুরুল ইসলাম এবং নুরুল আলম ২৩/৯/১৯৫৪ ইং সনের ৫৩০৩ নং ও ৫৩০৪ নং কবলা মূলে নালিশী দাগে ২৪ শতক ভূমি আবদুল ছোবহানের বরাবওে হস্তান্তর করেন। উক্ত নুরুল ইসলাম এবং নুরুল আলম গং পুনরায় ১৮/১২/১৯৬৮ ইং সনের ৬৫৯৪ নং কবলা মুলে ২৬ শতক ভূমি পরানস্বরি জলদাসের নিকট বিক্রয় করেন। গোলহরমুজ ও গোল ফরাস একই ব্যক্তি নয়। কেননা গোলহরমুজ এর স্বামী আহমদ খা এবং গোল ফরাসের স্বামী আহমদ আলী হয়। বিবাদীগণ নালিশী দাগের ভূমিতে উক্ত বাদশা মিয়ার ওয়ারিশ হিসাবে ২৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হওয়া কিংবা বাদীগণের আর্জির বর্ণিত ৩৮২/১৯৮৩ নং মোকদ্দমার ডিক্রি মতে বাদীগণ নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান হওয়ার উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হয়। ১-৪ নং বিবাদীগণ নালিশী দাগের ভূমিতে বাদশা মিয়ার ওয়ারিশ হিসাবে স্বত্ববান নহে। বিবাদীগণের পূর্ববর্তী বিগত ১৭/৩/১৯৬৯ ইং সনের ১৫৪৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে আর. এস. রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইরুল্লার প্রাপ্তীয় /৬।।// হিস্যাংশে ০৯.৪৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন এবং উক্ত ভূমিতে বাদীগণ কিংবা অধিন বিবাদীগণের স্বত্ব দখলে পর্যাপ্ত নাই। উক্ত দাগাদির ভূমি ইতিপূর্বে গোলহরমুজ খাতুনের পরবর্তী ক্রম ওয়ারিশ আর. এস. রেকর্ডি হাফিজ আহমদ এর ২ পুত্র নুরুল আলম এবং নুরুল ইসলাম কর্তৃক বিক্রিত কবলার গ্রহীতা আবদুল ছোবহান এবং পোরানস্বরী জলদাসেরক্রম ওয়ারিশ এর স্বত্ব দখলে অদ্যাবধি পর্যাপ্ত রহিয়াছে।

৭) ১-৪ নং বিবাদীগণ জানে আলম এর ওয়ারীশ গং কর্তৃক বিক্রিত বিগত ২১/৫/২০০৮ ইং তারিখের ৩৫২১ নং কবলা মূলে খরিদকৃত স্বত্বে স্বত্ববান হয় এবং এই বিবাদীগণ বিগত ১০/০৩/১৯৭৫ ইং তারিখের ২১০৯ নং কবলা মূলে ১৩ শতক ভূমি আবুল হাসেমের স্ত্রী রহিমা খাতুনের বরাবরে বিক্রি করিয়াছে। বাদীগণ নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার হননি। কেননা মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে ১-৮ নং বাদীগণ দাতা হইয়া বিগত ১৮/৩/০৯ ইং সনের ২২৭৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে ৫.৭০ শতক ভূমি

মোহাম্মদ আলী এবং আয়ুব আলীর বরাবরে দলিল ও ২২৭৯ নং বায়না নামা সম্পাদন করেন। উক্ত কবলার গ্রহীতা মোহাম্মদ আলী ও আয়ুব আলী তাহাদের খরিদা স্বত্ব বাদীগণের নিকট দখল গ্রহনের কথা বলিলে বাদীগণ অনন্যোপায় হইয়া সম্পূর্ণ বদউদ্দেশ্য মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

৮) উক্ত কবলার গ্রহীতাগণ অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ নেই। অত্র বিবাদীগণের পূর্ববর্তী ১৫৪৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে ২৮ শতক ভূমিতে স্বত্ব দখল প্রাপক হয় নাই। কেননা, উক্ত ২৮ শতক ভূমি বিগত ১৭/৩/১৯৬৯ ইং সনের পূর্বে আর. এস. রেকর্ডি গোলহরমুজ এর ভ্রাতুষ্পুত্র নুরুল ইসলাম এবং নুরুল আলম ১৯৫৪ ও ১৯৬৮ ইং সনে পোরানস্বরী জলদাস এবং আবদুল ছোবহানের বরাবরে বিক্রি করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। নালিশী দাগের ভূমিতে এই বিবাদীগণের বসত বাড়ী স্থিত রহিয়াছে। তৎ বিষয়ে ২নং বড় উঠান ইউনিয়ন পরিষদের স্মারকযুক্ত বিগত ১২/৯/২০২০ ইং তারিখের প্রত্যয়নপত্র স্থিত রহিয়াছে এবং এই বিবাদীগণ নালিশী দাগে স্থিত বসত বাড়ীর বাৎসরিক হোল্ডিং টেক্স প্রদান করিয়া আসিতেছেন। নালিশী ভূমিতে বাদীগণের কোন প্রকার স্বত্ব দখল নাই। বাদীর মামলা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ায় তা খরচাসহ খারিজযোগ্য হয়।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

৯) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষযসমূহ নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কি না ?

৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

১০) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ সোলায়মান (P.W.1); আবু জাফর (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ ইব্রাহিম (D.W.1), নুরুল আমিন (D.W.2)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৫৪৮/৬৯ এর সি. সি. ১৫৪৯/৬৯ এর মূল কপি	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। অপর ৩৮২/১৩ নং মামলার রায়, অপর আপীল ৫৮/৮৭ নং কবলার রায় ডিক্রী এর সি. সি.	প্রদর্শনী ২ সিরিজ

৩। বি. এস. ১৭৫৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৩
৪। আর. এস. ৪৬৬ খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৪

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। শাহামীরপুর মৌজার আর. এস. ৪৬৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। একই মৌজার বি. এস. ১৭৫৬ নং খতিয়ানের সি.সি.	প্রদর্শনী খ
৩। নামজারী জমাভাগ মামলা নং- ৬৫৩৮/০৮ ইং এর ৩৬৫০ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী গ
৪। ২ন বড় উঠান ইউনিয়ন পরিষদের ১৪/৯/০৯ ইং তারিখের ওয়ারিশ সনদপত্র সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ
৫। খাজনার দাখিলা সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ
৬। বিগত ২১/৫/০৮ ইং তারিখের ৩৫২১ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-চ
৭। বিগত ১৭/৩/৬৯ ইং তারিখের ১৫৪৮ নং বিক্রয় কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ছ
৮। বিগত ১৬/৯/৪৪ ইং তারিখের ৫৩৩৭ নং বিক্রয় কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-জ
৯। বিগত ১২/৯/২০২০ ইং তারিখের ২নং বড় উঠান ইউনিয়ন পরিষদের বসত বাড়ীর ট্যাক্স প্রাপ্তীর রশিদের আসল কপি	প্রদর্শনী-ঝ
১০। বিগত ১২/০৯/২০২০ ইং তারিখের ২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের আসল কপি	প্রদর্শনী-ঞ
১১। বিগত ২১/১১/২০ ইং তাং ২নং বড় উঠান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদত্ত মৃত গোল হরমুজ এর প্রত্যয়ন পত্রের আসল কপি।	প্রদর্শনী-ট
১২। বিগত ২৫/১০/২০১২ ইং তারিখের ২নং বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদের মৃতের সনদ পত্রের আসল কপি।	প্রদর্শনী-ঠ
১৩। বিগত ২৩/৯/৫৪ ইং তারিখের রেজিঃযুক্ত ৫৩০৩/ ৫৩০৪ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ড সিরিজ
১৪। বিগত ১৮/১২/১৯৬৮ ইং তারিখের রেজিঃযুক্ত ৬৫৯৪ নং বিক্রি কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঢ
১৫। বিগত ১৮/০৩/২০০৯ ইং তারিখের রেজিঃযুক্ত ২২৭৮ নং ছাফ বিক্রয় কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ণ
১৬। বিগত ১৮/৩/২০০৯ ইং তারিখের রেজিঃযুক্ত ২২৭৯ নং বয়না নামা দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী-ত

১৭। বিগত ১০/৩/১৯৭৫ ইং তারিখের রেজিঃযুক্ত ২১০৯ নং ছাফ কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-থ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১১) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ ঃ অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ? + " অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ? + অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"**

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১২) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি বাদীগণ বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রী লাভের মাধ্যমে স্বত্ববান ও দখলকার হয়েছেন। নালিশী জমির দখল বাদীগণ তাদের বরাবরে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ২/৮/১৯৯৯ ইং তারিখে অনুরোধ করিলে বিবাদীগণ অস্বীকার করে। পরবর্তীতে বিগত ০১/০৪/২০০৯ ইং তারিখে নালিশী মামলার কারন উদ্ভব হলে বাদীপক্ষ ০৭/০৬/২০০৯ ইং তারিখে অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রতীয়মান হয় বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই অত্র মামলা রুজু হয়েছে । সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৩) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৪) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ **" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কি না ?"**

বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৪৬৬ খতিয়ানের ৯৯৬ দাগের সামিল বি এস ১৭৫৬ খতিয়ানের ২১১২ দাগে ১.১১ একর বাড়ি রকম ভূমির আন্দরে ২৮ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করেন। বাদীপক্ষের সাক্ষী মোঃ সোলায়মান (P.W.1) কর্তৃক দাখিলীয় আর এস ৪৬৬ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ান ভূক্ত সম্পত্তির মালিক ছিল অন্যানোর সাথে গোলহরমুজ এবং খায়রাজ মিঞা। বাদীপক্ষ উক্ত গোল হরমুজ এর অন্যনাম গোলফরজ দাবি করেন এবং উক্ত খায়রুল্লা @ খায়রাজ মিয়া কে গোল হরমুজ এর ভগ্নিপুত্র মর্মে দাবি করেন।

১৫) বাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত খায়রুল্লা @ খায়রাজ মিয়া ও গোলহরমুজ @ গোল ফরাস ১৭/০৩/৬৯ ইং তারিখের ১৫৪৮ নং দলিল মুলে তফসিলে বর্ণিত ২৮ শতক জমি মূল বিবাদীগণের পূর্ববর্তী বাদশা মিয়ার নিকট বন্ধক প্রদান করেন এবং বাদশা মিয়া উক্ত তারিখে বাদীগণের পূর্ববর্তীর বরাবরে ১৫৪৯ নং একখানা ফেরত চুক্তিনামা দেয়। P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় ১৫৪৮/১৫৪৯ নং কবলার সি.সি কপি প্রদর্শনী-১/১ এবং প্রদর্শনী-১/২ উক্তরুপ হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া যায়। বাদীপক্ষ উক্ত হস্তান্তর খায়খালাসি বন্ধক ছিল মর্মে দাবি করেন। ফেরত চুক্তি কবলা প্রদর্শনী-১/২ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় সেখানে শর্ত ছিল যে, সাত বৎসরের মধ্যে ৩ বৎসর ভোগ দখল করার পর কবলার পনের টাকা আদায় করিলে জমি ফেরত প্রদান করা হইবে। টাকা প্রদান স্বত্বেও জমির দখল না দেওয়া হয় তাহলে আদালতে টাকা দাখিলের মাধ্যমে জমি ফেরত পেতে পারবেন।

১৬) P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় অপর ৩৮২/১৯৮৩ মামলার রায় ডিক্রীর সি.সি কপি প্রদর্শনী-২, ২(১) পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীগণের পূর্ববর্তীগণ মূল বিবাদীর পিতার বিরুদ্ধে বন্ধক উদ্ধারের দাবীতে পটিয়া ১ম মুনসেফী আদালতে উক্ত অপর ৩৮২/৮৩ নম্বর মামলা করিলে বাদশা মিয়া বর্ণনা দিয়া কনটেষ্ট করিতে থাকাবস্থায় মৃত্যু হইলে মুল বাদীগণ তৎ স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে উক্ত মামলা দোতরফাসূত্রে ২১/০৯/৮৬ ইং তারিখে বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। উক্ত রায়ে মুল বিবাদীগণ কে কবলা সম্পাদন ও দখল ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার প্রদর্শনী-২/২ ও প্রদর্শনী-২/৩ হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত মুল বিবাদীগণ উক্ত রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে অপর আপীল ৫৮/৮৭ দায়ের করিলে তাহা পটিয়া সাব জজ আদালতে স্থানান্তরিত হইয়া শুনানীক্রমে দোতরফা সূত্রে ২৮/০৬/৯৯ ইং তারিখে আপীল খারিজ ক্রমে নিম্ম আদালতের রায় ডিক্রী বহাল রাখেন। পরবর্তীতে মুল বিবাদীগণ তৎ বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে প্রতিকার দাবী না করিয়া নালিশী জমির দখল বাদীগণের বরাবরে ছেড়ে দেয় মর্মে বাদীপক্ষ দাবি করেন।

১৭) বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করে যে, গোল ফরাজ মরণে ভগ্নি পুত্র খাইরুল্লা ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। খাইরুল্লা মরনে বাদীগণ ও ২৬/২৭ নং বিবাদীগণ পুত্র কন্যা ওয়ারিশ হয়। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করে যে, বাদীগণ পিতার মৃত্যুর পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় মুল বিবাদীগণ হইতে জারীর মাধ্যমে ফেরত দলিল গ্রহণ না করিলেও বাদীগণ নালিশী জমিতে বন্ধক উদ্ধারের ডিক্রীর অনুবলে দখলকার থাকেন। ২৬/২৭ নং

মুল বিবাদীগণ বাদীগণের আপন ভ্রাতা ভগ্নি হয়। তাহার তাহাদের স্বত্ব আপোষে বাদীগণকে ছাড়িয়া দেয়। এভাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে বাদীগণ স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেন।

১৮) অপরদিকে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মোঃ ইব্রাহিম (D.W.1) এর সাক্ষমতে আর এস রেকর্ডী মোঃ হাসিম গং সকলেই নিঃসন্তান মরনে তাহাদের স্বত্ব ভ্রাতা মোঃ নছিম প্রাপ্ত হয়। আবার মোঃ নছিম মরনে পুত্র জানে আলম মালিক হয় এবং তার নামে বি. এস. জরীপ প্রচারিত হয়। প্রদর্শনী-খ বি এস ১৭৫৪ খতিয়ান দ্বারা উহা প্রমাণিত। প্রদর্শনী-চ পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত জানে আলম এর ১ স্ত্রী পুত্র কন্যা ছলেমা খাতুন গং তাদের স্বত্বীয় নালিশী দাগে ১৯ শতক বা ৯।। কড়া সম্পত্তি ২১/০৫/২০০৮ ইং তারিখের ৩৫২১ নং কবলা মুলে ৩নং বিবাদীসহ রফিকুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, শওকতুল ইসলাম এর নিকট হস্তান্তর করেন। অপর মালিক ছফুরা খাতুন, রায়তী সুত্রে ও তৎ পুত্র আবদুল ছবুর, কন্যা নছরা খাতুন তাদের পৈর্তৃক ১৬/৯/৪৪ ইং তারিখের ৫৩৩৭ নং কবলা মুলে মৌরশী সুত্রে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ১৭ শতক ভূমি বিগত ১০/৩/১৯৭৫ ইং তারিখের ২১০৯ নং কবলা মুলে বাদশা মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-থ হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদশা মিয়া মরনে ৪ পুত্র ১-৪ নং বিবাদী ও স্ত্রী মোসলেম খাতুন পায়। মোসলেম খাতুন মরনে তাহারা ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, ১-৪ নং বিবাদী বাদশা মিয়ার খরিদা নালিশী দাগের ১৩ শতক ভূমি জনৈক রহিমা খাতুন এর নিকট হস্তান্তরবাদ অবশিষ্ট ০৪ শতকে স্বত্ববান ও দখলকার থাকে। উক্ত মতে তফসীলোক্ত নালিশী ভূমিতে ৩নং বিবাদী ও রফিকুল ইসলাম গং ১৯ শতক ও ১-৪ নং বিবাদী ৪ শতক মোট ২৩ ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার আছে। বিবাদীগণ তথায় বসতগৃহ নির্মান করিয়া বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন।

১৯) উভয়পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা, বাদীপক্ষ অপর ৩৮২/১৯৮৩ মামলার রায় ডিক্রীর অনবুলে তফসিলোক্ত নালিশী ২৮ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবার দাবি করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, বাদীগণের পূর্ববর্তীগণ ১৭/০৭/১৯৬৯ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত এগ্রিমেন্ট অনুবলে বিক্রিত ২৮ শতক ভূমির কবলা পাওয়ার জন্য বাদশা মিয়ার উক্ত মামলা দায়ের করিলে ২১/০৯/১৯৮৬ ইং তারিখে ডিক্রী হয়। মামলা চলাকালে বাদশা মিয়ার মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ অত্র বিবাদীগন ১(ক)-১(ঙ) হিসাবে পক্ষভূক্ত হন। উক্ত রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিবাদীগণ অপর আপীল ৫৮/৮৭ দায়ের করিলে আপীল খারিজ ক্রমে নিম্ম আদালতের রায় ডিক্রী বহাল রাখেন। আপীল রায় দৃস্টে প্রতীয়মান হয় বাদীগনের পূর্ববর্তীর সহিত বিবাদীদের পূর্ববর্তী বাদশা মিয়ার সাথে যে দুইটি দলিল তথা ১৫৪৮/১৫৪৯ নং কবলা সম্পাদিত হয়েছিল তা মূল খায়-খালাসি বন্ধক (Usufratuary Mortgage) ছিল। উক্ত রায়ে অত্র মামলার বিবাদীগণ কে নালিশী ভূমি বাদীগনের পূর্ববর্তী বরাবর কবলা রেজিষ্ট্রি সম্পাদন ও দখল প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বিবাদীগণ দখল সমর্পণ করলেও বাদীগনের পূর্ববর্তীগণ বরাবর নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে কবলা সম্পাদন করে দেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার উক্ত কবলা রেজিষ্ট্রেশন পাবার জন্য বাদীপক্ষ কোন ডিক্রিজারি মামলাও করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০) প্রশ্ন হলো, বাদীগনের পূর্ববর্তীগণ ডিক্রীজারি মাধ্যমে বিবাদীগণ হতে কবলা না পাওয়ায় বা আদালতযোগে কবলা রেজিষ্ট্রেশন না করায় তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে শুধুমাত্র রায় ডিক্রী অনুবলে স্বত্ব দাবি করতে পারবেন কিনা ? প্রদর্শনী-২ অপর ৩৮২/১৯৮৩ মামলার রায় পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত রায় আদেশে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের (Specific Performance) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত ডিক্রীর অনুবলে বাদী সরাসরি নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবেন না বরং ডিক্রীমতে কবলা রেজিস্ট্রেশনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। এরুপ ডিক্রী সরাসরি মালিকানা প্রদান করে না, বরং দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের নির্দেশ দেয়। ১৯০৮ সনের তামাদি আইন এর ১৩৭ ধারা অনুসারে ডিক্রী জারির জন্য ১২ বছর সময় ছিল। প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ ডিক্রী জারি মামলা না করিয়া সরাসরি স্বত্ব ঘোষনা ও দখল স্থিরতরের জন্য অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। যেহেতু ডিক্রীমতে দলিল সম্পাদনের নির্দেশ ছিল কিন্তু সেটি নিবন্ধিত হয়নি, তাই মালিকানা এখনো হস্তান্তরিত হয়নি বলে আমি মনে করি। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর ধারা ৫৪ ও ৫৫ মতে এবং রেজিস্ট্রেশন আইন ধারা ১৭ অনুযায়ী বৈধ দলিল নিবন্ধন ব্যাতিত মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যেহেতু রায় ডিক্রী অনুবলে বিবাদীদের নিকট থেকে বা আদালত যোগে বাদীগণ নালিশী সম্পত্তির কবলা রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হননি সুতরাং বাদীগণ উক্ত সম্পত্তির মালিকানাও অর্জন করেননি বলে আমি মনে করি।

২১) বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডী গোলহরমুজ এবং দলিলের দাতা গোল ফরাস একই ব্যাক্তি নহে। দুজন আলাদা ভিন্ন ব্যাক্তি হয়। বাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী খায়রাজ মিঞা পিতা-সরাপত আলী কে গোল হরমুজ এর ভগ্নিপুত্র হয় মর্মে দাবি করেছেন যা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন। দাখিলীয় আর এস খতিয়ান প্রদর্শনী-ক পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী হাফেজ আহম্মদ এর পিতা আলী মিয়া হন এবং ছায়েরা খাতুন এর স্বামী আলী মিঞা হন। তাদের দুজনের মাঝখানে গোলহরমুজ এর অবস্থান যাহার স্বামীর নাম আহম্মদ আলী। আর এস খতিয়ান হতে ইহা সুস্পষ্ঠ প্রমাণিত যে গোল হরমুজ হাফেজ আহম্মদের ভগ্নী হন এবং উক্ত বিষয়টি বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শনী-ট হতেও প্রমাণিত ।

২২) বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, গোলফরাস খাতুন আর. এস. রেকর্ডি খায়রাজ মিয়া প্রকাশ খাইর উল্লার ভগ্নি হন। ১৫৪৮ নং কবলার তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিক্রিত সম্পত্তি মৌরশী প্রাপ্ত রায়তী স্বত্বীয় সম্পত্তি ছিল। সুতরাং গোলফরাস খাতুন বাদীগনের পূর্ববর্তী খাইরুল্লা এর ভগ্নী মর্মে ধারনা করা যায়।

২৩) বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, আর. এস. রেকর্ডভুক্ত মালিক গোল হরমুজের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি তাঁর ভ্রাতা হাফেজ আহামদের সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হয়। সেই অনুযায়ী, নুর ল আলম, নুর ল ইসলাম, আমেনা খাতুন, আছিয়া খাতুন ও হাজেরা খাতুন স্বত্বপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে তাঁরা তাদের স্বত্ব অংশ বিভিন্ন সময়ে বিক্রির মাধ্যমে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করেন, ফলে বর্তমানে পৃথক মালিকানায় বিভিন্ন ব্যক্তি ওই ভূমির দখলকার হয়ে আছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি, বাদীগণের পূর্বসূরি বাদশা মিয়া ১৫৪৮ নং কবলা দলিলের মাধ্যমে উক্ত ২৮ শতক ভূমির স্বত্বপ্রাপ্ত হননি। কারণ, উক্ত ভূমি ১৭ মার্চ ১৯৬৯ সালের পূর্বেই গোল হরমুজের ভ্রাতুষ্পুত্র নুর ল ইসলাম ও নুর ল আলম যথাক্রমে ১৯৫৪ ও ১৯৬৮ সালে আবদুল

ছোবহান ও পোরানম্বরী জলদাসের কাছে বিক্রি করে সম্পূর্ণ স্বত্বহীন হয়ে যান। প্রদর্শিত দলিল-ড, ড১ ও ঢ পর্যালোচনায় এ তথ্যের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, গোলফরাস খাতুনের প্রথম স্বামী আহমদ আলী মৃত্যুবরণ করলে তিনি নজির আহামদকে বিয়ে করেন বলে দাবি করা হয়। উপরন্তু, বাদীপক্ষের দাবি যে গোল হরমুজের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নিপুত্র খাইর"ল্লাহ স্বত্ব পেয়েছেন তা সত্য নয়। কারণ, খাইবুল্লাহ গোল হরমুজের ভগ্নিপুত্র নন। বরং, গোল হরমুজের স্বত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে হাফেজ আহামদের সন্তানগণ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, গোল হরমুজ ও গোলফরাস খাতুন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। ফলে, ১৫৪৮ নং দলিলে উল্লিখিত দাতা গোল হরমুজ ছিলেন না। একইসঙ্গে, গোলফরাস খাতুন নালিশী তফসিলভুক্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী নন। এমতাবস্থায়, ১৯৬৯ সালে সম্পাদিত ১৫৪৮ নং দলিলের মাধ্যমে ১-৪ নং বিবাদীদের পূর্বসূরি বাদশা মিয়ার কাছে কোনো স্বত্ব হস্তান্তর হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

২৪) অতএব, বাদীগণের পূর্বসূরি খাইবুল্লাহ আর. এস. রেকর্ডভুক্ত মালিক গোল হরমুজ থেকে কোনো স্বত্ব লাভ করেননি। উপরন্তু, অপর মামলা ৩৮২/১৯৮৩ এর রায় ও ডিক্রির আলোকে বিবাদীদের কাছ থেকে বা আদালতের মাধ্যমে বাদীগণ নালিশী সম্পত্তির কবলা নিবন্ধন গ্রহণ করেননি। সুতরাং, বাদীগণ উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেননি বলেই প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায়, নালিশী তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে বাদীগণের কোনো স্বত্ব বা স্বার্থ নেই বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৫) দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 এর সাক্ষ্য মতে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী জমি পূর্ববর্তী ৩৮২/৮৩ মামলার ডিক্রীর পর তাদের দখলে আসে এবং তারা উহা ভোগদখল করে আসছেন। তবে, সাক্ষী স্বীকার করেন যে, নালিশী দাগে তার কোন বসতবাড়ি নেই এবং জমিটি মূলত একটি নাল বা নিচু জমি। তদুপরি, তিনি উল্লেখ করেন যে, বিবাদীদের জায়গা নালিশী জমির পশ্চিমে বিশ হাত দূরে অবস্থিত। অন্যদিকে, বাদীপক্ষেও অপর সাক্ষী P.W.2 তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বাদীগণ নালিশী জমির উপর দখলকারী। তবে, তিনি স্বীকার করেন যে, জমিটি ধানী জমি, এবং এটি ৩ কোটার মধ্যে রয়েছে। অপরদিকে সাক্ষী P.W.1 বলেছেন নালিশী জমি ১ কোটাতে। এই সাক্ষীগণ বিবাদীগণ উক্ত জমি দখল করেছে মর্মে সাজেশন থাকলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

২৬) অপরপক্ষে, বিবাদীপক্ষের D.W.1 এর সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগণ ও রফিকুল ইসলাম গং নালিশী দাগের ২৩ শতক জমি দখলে রেখেছেন। তাদের দখলের ভিত্তিতে তারা বলেন, জমিটি পূর্বে ধানী জমি থাকলেও পরবর্তীতে উক্ত জমিতে মাটি ভরাট করে বসতভিটা নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, সেখানে গৃহ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে, যা তাদের দখল অব্যাহত থাকার দৃঢ় প্রমাণ বহন করে। উপরন্তু, বিবাদীপক্ষ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে নালিশী জমিতে পাকা বসতবাড়ি বিদ্যমান, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবিক দখলের প্রতিফলন। অপর সাক্ষী D.W.2 বিবাদীগনের দখল স্বীকার করিয়া জোরালো সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই সাক্ষী বলেন যে নালিশী জমি বসতভিটি । নাল নেই। বিবাদীরা বসত ভিটি তে থাকেন। ছোটবেলা থেকে তিনি বিবাদীদের

দখল দেখে আসছেন। বাদীগনের বাড়ি নালিশী জায়গা হতে দেড় মাইল দূরে। বাদীদের কোন দখল নেই। নালিশী জমি সাহামীরপুর মৌজায় আর বাদীর বাড়ি জুলধা মৌজায়।

২৭) উপর্যুক্ত পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি বিদ্যমান। তারা একদিকে দাবি করেন যে, নালিশী জমি তাদের দখলে, অন্যদিকে স্বীকার করেন যে, সেখানে তাদের কোনো স্থাপনা নেই এবং জমিটি নাল। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে উক্ত জমি ভোগদখল করে আসছেন এবং সেখানে পাকা স্থাপনা বিদ্যমান। দখল সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে বিবাদীপক্ষের দখল অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতীয়মান হয়, যেহেতু তারা উক্ত জমির উপর স্থায়ী উন্নয়ন সাধন করেছেন এবং বসবাস করে আসছেন। অতএব, দখলের প্রশ্নে বিবাদীপক্ষ অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী জমিতে বাদীগনের দখল নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের কোনরুপ স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় অত্র বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ৬ ঃ **" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"**

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং অত্র মামলা খারিজযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

স্বত্ব সাব্যস্থ্যে দখল স্থিরতর ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।